দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ঝরে যাওয়া শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে

অভিমত

ফাতেমা চৌধুরী

১০০% হারে সফল শিক্ষায় উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায় দেশের প্রশাসনিক এলাকাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খুবই স্বাভাবিক নিয়মে স্বীয় এলাকার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) ভর্তি হয়ে যায়, কোন ভর্তি পরীক্ষা দেনদরবার লাগে না— আসন সংখ্যার স্বল্পতাও থাকে না। প্রতি বছরই উভয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। অভিভাবকের কোন মাথাব্যথাও থাকে না। পাশাপাশি বেসরকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে। যেগুলো সাধারণত গ্রামার স্কুল নামে পরিচিত। এগুলোতে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি হয় এবং আর্থিক ব্যয় বহন করতে হয় অভিভাবকদের। যাদের সমস্যা আছে তারা ঐ সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যায়। এতে করে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ঐ দুই স্তরের একটা সমতা আছে। প্রাথমিকের পরে অকালে হাজার হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে যায় না।

আমাদের দেশেও মোটামুটি শিক্ষাব্যবস্থা অনুরূপ। এখানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বেসরকারী প্রাথমিক-মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়ও আছে। কিন্তু নেই সমতা। শিক্ষার আলো প্রসারে সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই। ক্ষুদ্র, দরিদ্র এই দেশটি 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড' এই মূলমন্ত্রের সরকার যত সুবিধা ও সুযোগ দিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তবু পরিণামে সুফল নেই। উদাহরণ হিসাবে 'যশোর' জেলাকে দেখি। শুধুমাত্র যশোর জেলায় ২৫ হাজার শিশু বঞ্চিত প্রাথমিক স্তরেই। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী পৌনে ২ লাখ। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাত্র ৪টি এই জেলায় এবং বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে যা মোটেই প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করে না। আর প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিদ্যালয়ে যে ব্যয়ভার তা বহন করা সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব নয়। জাফর ইকবাল বলেছেন, 'প্রাইমারী ছেলেমেয়েদের অর্ধেকও মাধ্যমিক পড়া শেষ করতে পারে না' মাধ্যমিক স্তরে যারা অধ্যয়নরত তাদের সংখ্যাই পৌনে ২ লাখ। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ভর্তি নেয়া হয়। ফলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১০-১৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হবার সুযোগ পায় না আসনসংখ্যার স্বল্পতার কারণে। কারণ তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে বর্তমান থাকে। ফলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবার সুযোগ পায় না। হাজার হাজার সাধারণ ও নিম্নবিত্ত শিক্ষার্থীরা অকালেই ঝরে পড়ে— মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। বিপর্যয় এখানেই। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চললে— সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী থেকে কেন ভর্তি নিয়ম? এখানেই বিপর্যয় ও সমতার অভাব। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন কি প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করবে কোথায়? এই সুযোগ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও নিয়ে থাকে। শিক্ষার হার ক্রমউন্নতকরণের লক্ষ্যে প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ হবে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে। তারই প্রেক্ষিতে শিক্ষা বিভাগকে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকরী করার রূপরেখা তৈরি করে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সকল সরকারী-বেসরকারী মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই ভর্তির নিয়ম চালু করা। প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী থেকে ভর্তি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। তাহলে সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সুযোগ পাবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভের। এ ছাড়াও জেলাতে শতাধিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে যেগুলোতে প্লে-পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণী কার্যক্রম বিদ্যমান। এগুলো বেশিরভাগই বাসা-বাড়ি ভাড়া ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত। যশোর জেলায় ৫০০ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এবং ২৫ হাজার শিশু প্রাথমিক স্তর থেকে বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে ভালমন্দ জেনে নিয়ে কিন্ডারগার্টেনগুলোর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই স্তরের শিক্ষার্থীদেরও একই সমস্যা।

এই পদক্ষেপটি বাস্তবায়নে বিরাট আর্থিক বিনিয়োগ, বিপুল আয়োজনেরও প্রয়োজন হয় না। প্রথম তৃতীয় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ব্যবহৃত শ্রেণীকক্ষ আসবাব শিক্ষক— সবই কাজে লাগান যায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে আসন সংখ্যা বেশি করে।

তাহলেই মাঝপথে ঝরে যাওয়া হাজার হাজার বঞ্চিত শিশু শিক্ষার আলোকে আলোকিত হবার সুযোগ পাবে। উদ্ভাসিত হতে পারে কোন বিরল প্রতিভা, জন্ম নিতে পারে কোন বৈজ্ঞানিক। উপরন্তু মাঝপথে ঝরে যাওয়া শিশুরা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সমাজের অবক্ষয় রক্ষা করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

এ ব্যাপারে শিক্ষা উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট বিদগ্ধজনগণের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

অধ্যক্ষা, আনন্দ কিন্ডারগার্টেন, যশোর।